গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন
১ম ১২ তলা সরকারি অফিস
ভবন,সেগুনবাগিচা,ঢাকা-১০০০
www.btc.gov.bd

স্মারক নম্বর: ২৬.০১.০০০০.০০০.০০২.৪৬.০০০১.২৫.১৩

তারিখ: ৪ কার্তিক ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২০ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: **চালের মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের প্রতিবেদন।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক একটি বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এইসঙ্গে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সকল সংযুক্তিসমূহ:
(১) 20 Oct 2025 Rice Final Report

২০-১০-২০২৫
এস.এম.সুমাইয়া জাবীন
উপ-প্রধান (শিল্প সহায়তা বিশ্লেষন)
sumaiya.zabeen@btc.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১। সচিব, সচিবের দপ্তর, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
২। সচিব, সচিবের দপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়।
৩। চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।
৪। সচিব, সচিবের দপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয়।
৫। মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালকের দপ্তর, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

স্মারক নম্বর: ২৬.০১.০০০০.০০০.০০২.৪৬.০০০১.২৫.১৩/১ (২)

তারিখ: ৪ কার্তিক ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২০ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১। উপদেষ্টা মহোদয়ের একান্ত সচিব, উপদেষ্টার দপ্তর, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
২। একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান (সচিব) এর দপ্তর, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন।

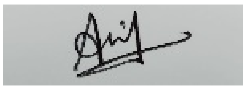

২০-১০-২০২৫
মোঃ আরিফ হোসেন
গবেষনা কর্মকর্তা

চালের মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের প্রতিবেদন

সম্প্রতি বাজার মনিটরিং এর অংশ হিসেবে দেখা যায় যে, দেশে চালের ফলন বৃদ্ধি ও পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকার পরও মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে চালের মূল্য উল্লেখযোগ্যহারে কমে গেলেও স্থানীয় বাজারে এর তেমন কার্যকর প্রতিফলন নেই। তথ্য বিশ্লেষণ অনুযায়ী, বিগত বছর দেশে একাধিকবার বন্যা পরিস্থিতি ও টানা বর্ষণ হয়েছে; এ বছর সার্বিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকার কথা। যেহেতু সিংহভাগ মানুষের প্রধান খাদ্য তালিকায় চাল প্রথম, তাই এর বর্তমান মূল্য বৃদ্ধি ভোক্তার জীবনযাত্রার মানে সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন কর্তৃক দেশে বর্তমানে চালের চাহিদা, উৎপাদন, স্থানীয় বাজার মূল্য, আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য, বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

০২। **দেশে চালের চাহিদা ও উৎপাদনঃ** দেশে এ বছর চালের চাহিদা প্রায় ৩.৭ থেকে ৩.৯ কোটি মে.টন। স্থানীয় এ চাহিদার সিংহভাগ দেশে উৎপাদন হয়ে থাকে। বিগত ০৪ অর্থবছরে দেশে চাল উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নের সারণিতে দেয়া হলোঃ

পণ্যের নাম	**উৎপাদনের পরিমাণ (লক্ষ মে.টনে)**			
	২০২১-২২	**২০২২-২৩**	**২০২৩-২৪**	**২০২৪-২৫**
চাল	৩৮৯.৩৬	৩৯০.৩৫	৪২০.৬১	৪৪৩.১৩১

উৎসঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

এতে দেখা যায়, চালের উৎপাদন পূর্বের তুলনায় প্রায় ২৩ লক্ষ মে.টন বৃদ্ধি পেয়েছে।

০৩। **চালের স্থানীয় বাজার মূল্যঃ** নিম্নের সারণিতে প্রদত্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, দেশে প্রতি কেজি সরু, মাঝারি ও মোটা চালের মূল্য গত ০১ মাসে যথাক্রমে ০%, ৩.৭০% ও ০% এবং ০১ বছরে ১১.১১%, ১৩.০৪% ও ৭.৪৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে দেশে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত চাল হচ্ছে মোটা চাল; তবে এই মোটা চালের মূল্য, সরু ও মাঝারি চালের মূল্য অপেক্ষা কম হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

পণ্যের নাম চাল	**মাপের একক**	২৩/০৯/২৫ **তারিখের মূল্য (টাকায়)**		**১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য (টাকায়)**		**১ মাস পূর্বের মূল্য (টাকায়)**		**মাসিক মূল্যের**	**৩ মাস পূর্বের মূল্য (টাকায়)**		**৬ মাস পূর্বের মূল্য (টাকায়)**		**১বছর পূর্বের মূল্য (টাকায়)**		**বাৎসরিক মূল্যের**
		২৩/০৯/২৫		১৬/০৯/২৫		২৩/০৮/২৫		হ্রাস/বৃদ্ধি (%)	২৩/০৬/২৫		২৩/০৩/২৫		২৩/০৯/২৪		হ্রাস/বৃদ্ধি (%)
		সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	(+)/(-)	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	(+)/(-)
চাল সরু (নাজির/ মিনিকেট)	প্রতি কেজি	৭৫	৮৫	৭৫	৮৫	৭৫	৮৫	(+).০০	৭০	৮২	৭২	৮৫	৬৪	৮০	(+)১১.১১
চাল (মাঝারী) পাইজাম/আটাশ	প্রতি কেজি	৬০	৭০	৬০	৭০	৬০	৭৫	(-)৩.৭০	৫৬	৬৫	৫৮	৬৫	৫৫	৬০	(+)১৩.০৪
চাল (মোটা) স্বর্ণা/চায়না ইরি	প্রতি কেজি	৫৫	৬০	৫৫	৬০	৫৫	৬০	(+)০০	৫২	৫৮	৫০	৫৫	৫২	৫৫	(+)৭.৪৮

উৎসঃ টিসিবি

০৪। **আন্তর্জাতিক বাজারে চালের মূল্যঃ** নিম্নের সারণিতে আন্তর্জাতিক বাজারে চালের মূল্যের প্রবণতা দেখানো হয়েছে। সারণি পর্যালোচনায় দেখা যায়, আন্তজার্তিক বাজারে প্রতি মে.টন সাধারণ মানের চালের এফওবি মূল্য ৩৮২ মা.ডলার থেকে ৩৯২ মা.ডলার (সূত্র: থাইল্যান্ড রাইস এসোসিয়েশন); যা ০১ বছর পূর্বে ছিল ৬১৬-৬১০ মা.ডলার ছিল। এতে দেখা যায়, ০১ বছরে চালের মূল্য হ্রাস পেয়েছে প্রায় ৩৬%-৩৭%। বর্তমান এফওবি মূল্যকে প্রতি মা.ডলারের বিনিময় হার ১২০ টাকা বিবেচনায় প্রতি মে.টনের গড় স্থানীয় মূল্য দাঁড়াবে (৩৮৮*১২০) ৪৬,৫০০ টাকা এবং প্রতি কেজির এফওবি মূল্য দাঁড়াবে ৪৬.৫৬ টাকা। এটি এক বছর পূর্বে ছিল (৬১৩*১২০) ৭৩,৫৬০ টাকা এবং প্রতি কেজির এফওবি মূল্য ছিল ৭৩.৫৬ টাকা। এখানে উল্লেখ্য যে, আন্তর্জাতিক বাজারের যে উৎস দেখানো হয়েছে সাধারণত সে উৎস থেকে দেশে চাল আমদানি

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

করা হয় না। সরকার চাল আমদানির অনুমতি প্রদান করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা ভারত থেকে আমদানি হয়ে থাকে। ভারতে উৎপাদিত চাল ও বাংলাদেশে উৎপাদিত চালের মধ্যে সাদৃশ্য থাকা এবং পরিবহণ খরচ ও আমদানির লিড টাইম কম থাকায় ভারত থেকে বেশিরভাগ চাল আমদানি হয়ে থাকে। ভারত ছাড়া, মায়ানমার ও ভিয়েতনাম থেকেও আতপ চাল আমদানি হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও চালের দাম নিম্নমূখী। উন্মুক্ত উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ভারতের স্থানীয় বাজারে মোটা চাল বাংলাদেশী টাকায় প্রতি কেজি চাল ৪৯-৬৩ (৩৫-৪৫রূপি) টাকায় বিক্রি হচ্ছে। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ভারতে এই দাম প্রায় ৭-১০% কম।

পণ্যের নাম	২৩/৯/২০২৫ তারিখের মূল্য	গতকালের মূল্য	১ সপ্তাহ পূর্বের মূল্য	১ মাস পূর্বের মূল্য	মাসিক মূল্যের হ্রাস/বৃদ্ধি	৩ মাস পূর্বের মূল্য (২৩/৬/২০২৫)	৬ মাস পূর্বের মূল্য (২৩/৩/২০২৫)	১ বছর পূর্বের মূল্য	বাৎসরিক মূল্যের হ্রাস/বৃদ্ধি
চাল (৫% পার বয়েল)	৩৯২.০০	৩৮৪.০০	৩৮৪.০০	৩৯৩.০০	-০.২৫%	৪১৯.০০	৪৩৯.০০	৬১৬.০০	-৩৬.৩৬%
চাল (১০% পার বয়েল)	৩৮৯.০০	৩৮১.০০	৩৮১.০০	৩৯০.০০	-০.২৬%	৪১৬.০০	৪৩৬.০০	৬১৩.০০	-৩৬.৫৪%
চাল (১৫% পার বয়েল)	৩৮২.০০	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	৩৮৪.০০	-০.৫২%	৪১০.০০	৪৩০.০০	৬১০.০০	-৩৭.৩৮%

উৎসঃ রেফিনিটিভ (উৎস- থাইল্যান্ড)

০৫। **চাল আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ক হারঃ** স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত চালকে সুরক্ষা প্রদানের নিমিত্ত উচ্চহারে শুল্কারোপের মাধ্যমে সরকার চাল আমদানি নিরুৎসাহিত করে থাকে। স্থানীয় উৎপাদন দ্বারা চাহিদা পূরণ সম্ভব না হলে সরকার এস.আর.ও জারির মাধ্যমে চাল আমদানিতে শুল্ক রেয়াত প্রদান করে। চাল আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ক-কর হার নিম্নের সারণিতে প্রদত্ত। সারণি পর্যালোচনায় দেখা যায়, সাধারণ মানের চাল এইচএস কোড ১০০৬.৩০.৯৯ এর মাধ্যমে আমদানি হয়। এই চালে সিডি ২৫%, আরডি ২৫% এআইটি ২% এবং এটি ৭.৫%-সহ মোট শুল্ক-কর ৬৩.২৫%।

HS Code	Tariff Description	CD	SD	VAT	AIT	RD	AT	TTI
10063099	Semi-Milled Or Wholly Milled Rice	25	0	0	2	25	7.5	63.25

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

০৬। **চাল আমদানিতে শুল্ক-কর রেয়াতঃ** চাল আমদানিতে শুল্ক-কর রেয়াত প্রদানের নিমিত্ত অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং: ৩৬৪-আইন/২০২৪/৯৩/কাস্টমস, তারিখ: ২০ অক্টোবর ২০২৪ এর মাধ্যমে কাস্টমস ডিউটি (সিডি) ২৫% থেকে হ্রাস করে ১৫%, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক (আরডি) ২৫% থেকে হ্রাস করে ৫% এবং সমুদয় অগ্রিম কর (এটি) অব্যাহতি প্রদান করে। পরবর্তীতে এসআরও নং: ৩৮১-আইন/২০২৪/৯৪/কাস্টমস, তারিখ ৩১ অক্টোবর ২০২৪ এর মাধ্যমে সিদ্ধ ও আধা সিদ্ধ চাল এইচএস কোড ১০০৬.৩০.৯৯ আমদানিতে সমুদয় কাস্টমস ডিউটি (সিডি) এবং নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক (আরডি) অব্যাহতি প্রদান করা হয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং: ১৬০-আইন/২০২৫/২৮৮-মূসক, তারিখ: ২৮ মে ২০২৫ এর টেবিল-৩ অনুযায়ী সকল প্রকার চালের স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে এবং টেবিল-৪ অনুযায়ী সকল প্রকার চালের ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) অব্যাহতি প্রদান করা হয়। বিদ্যমান কাস্টমস ট্যারিফ অনুযায়ী চাল আমদানিতে মোট শুল্ক-কর ৬৩.২৫% হলেও সমুদয় সিডি, আরডি ও এটি অব্যাহতি প্রদান করায় বর্তমানে শুধু অগ্রিম আয়কর (এআইটি) ২% প্রদান করে চাল আমদানি হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন নিয়ে কেবল এই শুল্ক কর রেয়াত সুবিধায় চাল আমদানিযোগ্য।

০৭। **বিগত অর্থবছরে চাল আমদানির পরিমাণ:** জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের হিসেবে বিগত ০৪ অর্থবছরের চাল আমদানির পরিমাণ নিম্নের সারণিতে প্রদত্ত। সারণীতে দেখা যায়, দেশে মোটা চাল মূলত ভারত, মায়ানমার ও ভিয়েতনাম থেকে চাল আমদানি করা হয়। এর মধ্যে বিগত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভারত থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ (প্রায় ১১ লক্ষ মে. টন) চাল আমদানি করা হয়। সারণি পর্যালোচনায় আরও দেখা যায়, ২০২১-২২ সালে আমদানিকৃত চালের প্রতি কেজির মূল্য ছিল গড়ে ৬৭ টাকা। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে মোট আমদানির পরিমাণ ৩.৪০ লক্ষ মে. টন ও গড় আমদানি মূল্য ৫৭

টাকা কেজি। উল্লেখ্য যে, আমদানির অধিকাংশ পরিমাণ ভারত থেকে এসেছে। এছাড়া পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারতের স্থানীয় বাজারে চালের মূল্য গত বছরের তুলনায় নিম্নমুখী।

এইচএস কোড	পণ্যের নাম	আমদানির পরিমাণ (লক্ষ মে.টন)				
		২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬ (১ জুলাই হতে ৩০ সেপ্টেম্বর)
১০০৬.৩০.৯৯	চাল	আমদানির অনুমতি দেয়া হয়নি	১২.৩৭	আমদানির অনুমতি দেয়া হয়নি	১৩.৮৯	৩.৪০
	৩ প্রকার (সরু, মাঝারি, মোটা) চালের গড় আমদানি মূল্য (প্রতি কেজি)		৫০.০০		৬০.০০	৫৭.০০

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

০৮. **কমিশনের পর্যালোচনাঃ** স্থানীয় বাজারদর বিবেচনায় দেখা যায়, প্রতি কেজি সরু, মাঝারি ও মোটা চাল যথাক্রমে সর্বনিম্ন ৭৫, ৬০ ও ৫৫ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৮৫,৭০ ও ৬০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। অপরদিকে ২০২৫ সালে ১ জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে ভারত থেকে প্রতি কেজি চাল ৫৫-৫৮ টাকায় আমদানি হয়েছে এবং গড় আমদানি মূল্য ৫৭ টাকা। ভারত থেকে **আমদানি মূল্য ও স্থানীয় বাজার মূল্য বিবেচনায় মোটা ও মাঝারি চালের ক্ষেত্রে স্থানীয় মূল্য কিছুটা বেশী। তবে আমদানিকৃত চাল স্থানীয় বাজারে প্রবেশ করায় স্থানীয় বাজারে মোটা ও মাঝারি চালের মূল্য কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। তবে প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ-৩ ও ৪ বিবেচনায় আন্তর্জাতিক বাজারে (থাইল্যান্ডে) ১ বছরে চালের মূল্য উল্লেখযোগ্য হারে (৩৭%) হ্রাস পেলেও স্থানীয় বাজারে ১ বছরে চালের মূল্য ৮%-১১% বৃদ্ধি পেয়েছে।** তাই উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়টি যুক্ত করে চালের মূল্য একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখার নিমিত্ত চালের আমদানির প্রকৃত পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়া প্রয়োজন। একইসাথে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে চাল আমদানি উন্মুক্ত নয়; কেবল স্থানীয় বাজারে ঘাটতি হলে ঐ ঘাটতির পরিমাণ চাল বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, স্থানীয় বাজারে চালের মূল্য নির্ভর করে মূলত উৎপাদন খরচের উপর। তথ্য অনুযায়ী, বিগত ১ বছরে দেশে ধানের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার এ বছর সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের জন্য ৪৯ টাকা মূল্যে প্রতি কেজি চাল এবং ৩৬ টাকা মূল্যে প্রতি কেজি ধান সংগ্রহ করেছে। গত অর্থ বছরে এর দাম ছিলো যথাক্রমে ৪৫ টাকা এবং ৩২ টাকা। সে অনুযায়ী চালের মূল্য বৃদ্ধির হার ৮% এবং ধানে মূল্য বৃদ্ধির হার ১১% শতাংশ। প্রকৃতপক্ষে, স্থানীয় বাজারে চালের যে মূল্য বৃদ্ধি তা প্রধানত স্থানীয় উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি জনিত কারণে হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাজার থেকে দীর্ঘ মেয়াদে শুল্ক রেয়াত সুবিধায় চাল আমদানি করা হলে স্থানীয় উৎপাদন নিরুৎসাহিত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। তাই স্থানীয় কৃষকদের সুরক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্য কেবল ঘাটতি পরিমাণ চাল আমদানির অনুমতি সীমিত রাখা প্রয়োজন। এছাড়া, স্থানীয় উৎপাদন ব্যয় হ্রাসে নীতি সহায়তা প্রদানে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

০৯। **কমিশনের পর্যবেক্ষণ:** উপর্যুক্ত প্রতিবেদনের আলোকে কমিশনের পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ:

- দেশে চালের চাহিদা প্রায় ৩.৭ থেকে ৩.৯ কোটি মে.টন;
- দেশে চালের উৎপাদন প্রায় ৪.৪৩ কোটি মে.টন;
- দেশে প্রতি কেজি সরু, মাঝারি ও মোটা চালের মূল্য গত ০১ মাসে যথাক্রমে ০%, ৩.৭০% ও ০% এবং ০১ বছরে ১১.১১%, ১৩.০৪% ও ৭.৪৮% বৃদ্ধি পেয়েছে;
- আন্তজার্তিক বাজারে (উৎস- থাইল্যান্ড) গত ০১ বছরে চালের মূল্য হ্রাস পেয়েছে প্রায় ৩৬%-৩৭, এছাড়া ভারতীয় উৎসের চালের মূল্যও নিম্নমুখী;
- ঘাটতি বিবেচনায় চাল আমদানির অনুমতি প্রদান করলে আমদানিকৃত চালের সিংহভাগ মূলত ভারত থেকে আমদানি হয় এছাড়া মায়ানমার ও ভিয়েতনাম থেকেও সামান্য পরিমাণ চাল আমদানি করা হয়;

- বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে চাল আমদানি উন্মুক্ত নয়; কেবল স্থানীয় বাজারে ঘাটতি হলেই ঐ ঘাটতি পরিমাণ চাল বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। তাই স্থানীয় বাজারে চালের মূল্য অনেকটা নির্ভর করে উৎপাদন খরচের উপর;
- বিগত ১ বছরে দেশে ধানের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার এ বছর সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের জন্য ৪৯ টাকা মূল্যে প্রতি কেজি চাল এবং ৩৬ টাকা মূল্যে প্রতি কেজি ধান সংগ্রহ করেছে। যা গত অর্থ বছরে ছিলো যথাক্রমে ৪৫ টাকা এবং ৩২ টাকা। সে বিবেচনায় চালের মূল্য বৃদ্ধির হার ৮% এবং ধানে মূল্য বৃদ্ধির হার ১১%; এবং
- আন্তর্জাতিক বাজার থেকে দীর্ঘ মেয়াদে শুল্ক রেয়াত সুবিধায় চাল আমদানি করা হলে স্থানীয় উৎপাদন নিরুৎসাহিত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। তাই বর্ধিত উৎপাদন ব্যয় যুক্ত করে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখার নিমিত্ত চালের আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়া প্রয়োজন একইসাথে স্থানীয় উৎপাদন ব্যয় হ্রাসে নীতি সহায়তা প্রদানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

১০। **কমিশনের সুপারিশঃ** উপর্যুক্ত পর্যবেক্ষণের আলোকে কমিশনের সুপারিশ নিম্নরূপ:

১. চালের হ্রাসকৃত আমদানি মূল্য বিবেচনায় মাঝারি ও মোটা চালের স্থানীয় মূল্য যৌক্তিকীকরণে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য ও বাজার ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণে বাজার মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা যেতে পারে এবং একইসাথে কেবল ঘাটতিজনিত সুনির্দিষ্ট পরিমাণ চাল আমদানির অনুমতি প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;

২. সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের পরিধি বৃদ্ধি এবং ভর্তুকি মূল্যে ট্রাক সেলের মাধ্যমে জনবহুল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিকট চাল বিক্রির পরিমাণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে;

৩. আন্তর্জাতিক বাজার থেকে দীর্ঘ মেয়াদে শুল্ক রেয়াত সুবিধায় চাল আমদানি করা হলে স্থানীয় উৎপাদন নিরুৎসাহিত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। তাই স্থানীয় উৎপাদন ব্যয় হ্রাসে উৎপাদন সংশ্লিষ্ট উপকরণ অধিকতর সহজলভ্য করতে সরকারি নীতি সহায়তা প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

-বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন